শান্তা চক্রবর্তীর কবিতা : নারীহৃদয়ের গোপনকথা

মঞ্জুভাষ মিত্র

জল নয় জানে ধ্রুবতারা
শান্তা চক্রবর্তী
প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪২১
প্রচ্ছদ : প্রবীর আচার্য
চন্দ্রভাষ জেড ৫২, পঞ্চসায়র
কলকাতা ৭০০০৯৪
৬০ টাকা

স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী
শান্তা চক্রবর্তী
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১৮
প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ
এবং প্রান্তিক চণ্ডীবেড়িয়া, সারদাপল্লী, কেষ্টপুর
কলকাতা ৭০০১০২
১০০ টাকা

আবহমানকাল থেকে মেয়েরা তাদের মর্মকথা বলে এসেছে, সাহিত্যে তার স্বাক্ষর আছে। পুরুষ এবং নারীর দেহেমনে সাদৃশ্য আছে স্বাতন্ত্র্যও আছে, তারা একই মানবজাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও, মনোবৈজ্ঞানিকেরা কখনো তাদের সম্পূর্ণ আলাদা প্রাণসত্তা বলেই চিহ্নিত করেছেন। মেয়েরা তাদের রচনাবলিতে যেমন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা, প্রশংসার কথা বলেছে, তেমনি ঘৃণা, অপ্রেম এবং নিন্দার কথাও বলেছে। শেষ অবধি কিন্তু দেখা গেছে পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ এবং নারী ছাড়া পুরুষ অসম্পূর্ণ। এ সম্বন্ধে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথই শেষকথা বলে গেছেন পুরুষের সঙ্গে মেলাবেন বলে নারীকে বিধি আশ্চর্য কারুকার্যময়ী করে সৃষ্টি করেছেন।

সাগরপারের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬—১৮৬১) উনিশ শতকের খ্যাতিমান মহিলা ইংরেজ কবি, কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর স্ত্রী, তিনি লিখছেন : 'If thou love me, let it be for naught except for loves sake only.' অর্থাৎ তুমি একমাত্র ভালোবাসার জন্যই আমাকে ভালোবাসতে পার। ক্রিশ্চিনা রসেটি (১৮৩০—১৮৯৪) চিত্রশিল্পী এবং কবি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির পত্নী, প্রি-রাফেলাইট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, নিজে খ্যাতনাম্নী কবি। তিনি বলছেন : আজ আমার জন্মের শুভক্ষণ, আজ ভালোবাসা আমার কাছে এসেছে (A Birthday)। এমিলি ডিকিনসন (১৮৩০—১৮৮৬) আমেরিকার মহিলা কবি— খুবই পাঠযোগ্য তিনি। তাঁর একটি কবিতার নাম : 'There is a morn by men unseen' এমন একটা ভোর আছে যা পুরুষরা দেখতে পায় না। সেই সকালিয়া সৌন্দর্য একমাত্র রমণীরাই দেখতে পায়। সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে গড়া তাদের মানসভুবন— দয়ামায়া-ভালোবাসার সে এক আশ্চর্য লীলাভূমি। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে মহিলা কবিরা এই রমণীকুলের শিরোমণি। দয়িতের জন্য চিরপ্রতীক্ষা এবং হৃদয়ের আর্তি ও আর্তনাদের রোদনধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

তিন

সাগরপারের উনিশ শতকের মহিলা কবিদের কথা বললাম, এবার দেখা যাক বঙ্গদেশের উনিশ শতকের মহিলা কবিরা কেমন কথা বলছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন* বইয়ের 'ভূমিকা'-য় একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি রোম্যান্টিক-কবিতা গীতিকবিতার একটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন বিষাদ-কবিতা নামে। আসলে কবিমাত্রেই এক বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন— কথাটা রবীন্দ্রনাথের। 'Romantic Agony' বা রোম্যান্টিক যাতনা নামক শব্দগুচ্ছের সঙ্গে আমরা পরিচিত। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> গত শতকের বিষাদ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য— মহিলা কবিদের কবিতায় বিষণ্ণ সুর। গত শতকের মহিলা রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোক-বিধুর সান্ধ্যউপত্যকা হইতে। মহিলা কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল।

রবীন্দ্রনাথের বড়ো দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯৩২) লিখছেন— 'সে ভুলেছে আমি কেমনে ভুলি।' আর এক বিখ্যাত কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪) অশ্রুকে তাঁর জীবন প্রেমপথের চিরসাথী করতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন পুরুষের ভালোবাসার অনেকটা জুড়েই দেহকামনা— 'তুমি ভালোবাস রূপগৌরব,/ সুকোমল তনু শিরিষপেলব' (প্রভেদ) ইত্যাদি। এবার আসছি কামিনী রায়ের (১৮৬৪—১৯৩৩) কবিতায়। প্রেমপাত্র

পুরুষের উদ্দেশে তাঁর উচ্চারণ— 'মুগ্ধ হিয়াসম চাহে লুটাইতে/ তোমার চরণমূলে' (কর্তব্যের অন্তরায়)। সরোজকুমারী দাসী (১৮৭৫—১৯২৬) লিখছেন— 'হাসি অশ্রু আজি মোর/ সকলি যে তোমাময়,/ তোমাময় সজল সংসার' (সপ্তমবর্ষ), অনুমান করি বিবাহের সপ্তম বার্ষিকীতে এ কবিতা রচিত। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর (১৮৭৮—১৯০৬) প্রেমের কবিতা আন্তরিকতাগুণে একবার পড়লে ভোলা যায় না— 'যাহা কিছু মধুর ভুবনে,/ তারেই দেখিলে হায়' (প্রেম)। কিন্তু শুধু জায়া অথবা প্রেমিকারূপে বাসনাবাসিনীরূপেই নারীর রূপ সীমাবদ্ধ নয়। নারীর এক জননী রূপ আছে। মানবসভ্যতাকে সে গর্ভে ধারণ করেছে। মনীষীরাও একদা শিশু হয়ে তার কোলে দুলেছে। মহিলা কবিদের কবিতায় যুগপৎ প্রেমিকা ও মাতৃসত্তা কখনো সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে কখনো-বা দয়াময়ী ভাবের ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে।

চার

মেয়েদের কাব্যকবিতা রচনার একটা পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া গেল, মূলত উনিশ শতকের দেশ ও বিদেশের গীতিকবিদের অবলম্বন করে। এবার এই পটভূমিতে স্থাপন করে বিংশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের সন্ধিক্ষণের এক কবি অথবা মহিলা কবি শান্তা চক্রবর্তীর (১৯৭০) কবিতায় ফিরে আসি। বলা বাহুল্য যে, উল্লেখিত উনিশ শতকের বিদেশি ও এদেশীয় মহিলা কবিদের মৌল স্বর, ভাষা-নির্মাণ ও অভিমুখগত দিক থেকে কবি শান্তা চক্রবর্তীর কবিতার স্বর, ভাষা-নির্মাণ ও অভিমুখ সম্পূর্ণ আলাদা, একালের বাস্তব ও নারী-হৃদয়ের স্বাধীন উচ্চারণ তথা আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সম্মত; যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ডিসকোর্স ও ডিকশনকে চিহ্নিত করে। মনে রাখতেই হয়, উনিশ শতকের এদেশীয় নারীর সামাজিক অবস্থান— শিক্ষা ও গার্হস্থ্য জীবনের, সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক বাস্তব-ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের অন্তর্লীন সংকট-সমস্যার সঙ্গে বিশ শতকের নারীর অনেক পার্থক্য। নারী আজ পূর্বতন বাস্তব অবস্থা থেকে অনেক বেশি মুক্ত, সচেতন, প্রগতিশীল, প্রতিবাদী এবং সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার ও নারীবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, প্রস্তুত, যা বাস্তবে এক অনতিক্রম্য দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

আলোচ্য কবি শান্তা চক্রবর্তীর কবিতায় নারীর চিরন্তনী প্রেম-হৃদয়বত্তা এবং অভিমান ও অভিযোগের স্বরূপ অবশ্যই পূর্ববর্তী মহিলা কবিদের মতো নয়— বলাই বাহুল্য। কেননা পূর্ববর্তী মহিলা কবিদের কবিতার মূল অবলম্বন বিষাদ ও শোক, এযুগের অন্যান্য মহিলা কবিদের মতো কবি শান্তা চক্রবর্তীর কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত, পরিবর্তে আছে প্রতিবাদ ও দ্রোহের আগুন। কবির দুটি কবিতার বই যথাক্রমে *জল নয় জানে ধ্রুবতারা* (২০১৫) ও *স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী* (২০১৮) আস্বাদন করে দেখা যাক।

সময় কত বদলে গেছে। কোথায় রেনেসাঁস— দ্যুতিময় রবীন্দ্র-আচ্ছন্ন যুগ আর কোথায় *কল্লোল-কবিতা-কৃত্তিবাস*-এর বিংশ শতকীয় আধুনিক উত্তাল ঢেউকে অতিক্রম

করে আরও এক নতুন আধুনিকতার জন্মকাল, গ্রাম ও প্রকৃতি নির্ভর জীবনকে ছাপিয়ে এক শহরকেন্দ্রিক, মোটর-স্কাইস্ক্রেপার-সুপার-মার্কেট-সেবিত সময়ের জীবন। কিন্তু তবু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা যায় আকাশের ধ্রুবতারার মতো নারী এখনও তার অবিচল স্থিতি হারায়নি, আজও সে মানবসভ্যতার ভরকেন্দ্রে রয়েছে, আজও সে পুরুষের প্রাণশক্তি ও প্রেরণা, পরিচালিকা ও পুষ্টিদায়িনী শক্তি। যদিও পুরুষ তাকে অনেক সময় যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেনি, দেবী কিংবা মানবীকে করেছে অত্যাচার-লাঞ্ছিতা। নব্বই দশকের অন্যতম স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের কবি শান্তা চক্রবর্তীর *জল নয় জানে ধ্রুবতারা* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই গভীরভাবে মনকে ছুঁয়ে যায় :

শান্তিনিকেতনের বিষ্টি এলে প্রকৃতি নৃত্যরতা হয়
ভ্রূভঙ্গে, লীলাময় ওষ্ঠে, হাতের মুদ্রায়, পায়ের ছন্দে
বাজায় বরষা-নূপুর।
উত্তরায়ণের বৃক্ষেরা হয়ে ওঠে জলপরী!
(শান্তিনিকেতনে বিষ্টি)

আমি হলে হয়তো 'বৃষ্টি' লিখতাম কিন্তু ওই 'বিষ্টি' শব্দটির ব্যবহারেই রয়েছে কবির মৌলিকতা, তৎসমের মধ্যে হঠাৎ চলতি বুলির প্রবর্তনা, এ এক অসাধারণ, ব্যতিক্রমী মাত্রা সংযোজন, সর্বোপরি এ কবিতায় রয়েছেন অমোঘ রবিঠাকুর।

কবি শান্তা চক্রবর্তীর কবিহৃদয় অত্যন্ত সংবেদনশীল, তীব্র অনুভূতিপ্রবণ, চিরন্তন নারী-পুরুষের হৃদয় ও মনোগত সংকট ও টানাপোড়েন-সহ বাস্তব জীবন— সংসারের ভালো-মন্দ-আলো-অন্ধকার ও নানাবিধ স্খলন তাঁর মরমি দৃষ্টি এড়ায় না, কবিতায় ভাষা পায় সূক্ষ্ম গভীর মমতাময় হৃদয়স্পর্শী উচ্চারণের অকৃত্রিমতা। বর্তমান আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ *জল নয় জানে ধ্রুবতারা* নিঃসন্দেহে কবি শান্তা চক্রবর্তীর জলের মতো সহজ সরল—গভীর ও আকাশের মতো উদার ব্যাপ্ত নারীহৃদয়ের অনুপম, শাশ্বত বিচিত্র অকপট উপলব্ধিরই সুনিপুণ, সার্থক কাব্য-সৃজন। নারীহৃদয়ের পবিত্র রোম্যান্টিক অনুভূতি, দয়িতের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রকৃত মাতৃত্বের অন্তর্গত স্নেহপ্রস্রবণ আর জায়াসুলভ দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের স্নিগ্ধ ও অননুকরণীয় লাবণ্যময় প্রকাশ ঘটেছে কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে, যা সমকালীন অধিকাংশ মহিলা কবিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাব্যগ্রন্থটির পাতার পর পাতা উলটে দেখা যায় অপূর্ব সব উচ্চারণ— 'চারদিকে ভাঙনের খেলা, গড়ার স্বপ্ন দেখে না কেউ/ যুদ্ধক্ষেত্রেও ভালোবাসে মানুষ' (স্বপ্নবাসর), 'আমি এক দুঃখনদী/ যার বুকে কোনদিনও জোয়ার আসে না' (স্রোতস্বিনী)। 'জীবন চলে গেছে অনেক স্বপ্ন ও আকাশ পেছনে রেখে/ তবু সেই জলজ মেঘের আঙুল কড়া নাড়ে আজও' (নদীকথা)। প্রেমিক পুরুষের প্রতি ভাবগদগদ সম্ভাষণ— 'দু'চোখে ওষ্ঠ ঢেলে বোঝনি/ আগুনবালিকা' (আগুনবালিকা)। 'নিঃসঙ্গতাকে বড় বেশি ভয়/ অথচ সে ছাড়া অন্য কেউ নেই সঙ্গী এখন!/ ...আজকাল বড় বেশি ভয়

নিজেকেই' (ফুল ফুটল না তাই)। '... একটু একটু করে বাড়ে/ হৃদয়ের ঋণ/ অকৃপণ হতে চাই ভালোবাসার কাছে' (হৃদয়ে রাখলে হাত)। 'তোমার মন্দিরে দেবী নয় হতে চাই প্রিয় মানবী' (বসন্তবাহার)। 'ভালোবাসা কখনও শেকলে বাঁধা পড়ে?' (উদাসী হাওয়া)। 'এই শব্দময় আলোঝলমল কলকাতা ছেড়ে/ চল যাই নৈঃশব্দ্যের দেশে।' (একালের যিশু)। পুরুষ-প্রেম ধরে উপমার রূপ— 'তোমার মুখের মতো সুন্দর ভোর আসে' (বানভাসি হৃদয়)। সময় পৃথিবী বদলে গেছে। 'গেঁয়ো পথের সেই অপু আর/ বাজায় না আম-আঁটির ভেঁপু' (পথের কবি)। 'একবুক জলে দাঁড়িয়েও তৃষ্ণা মেটে না' (সুতপাকে)। 'যেখানেই যাবে রয়ে যাব সাথে কীভাবে এড়াবে' (ভ্যালেন্টাইন : দুই)। 'কবি কি ঈশ্বর?/ পৃথিবীর সব গোপন বিদ্যা একমাত্র তাঁরাই জানবেন।' (নীলাঞ্জনা)। 'এমনই শ্রাবণ দিনে তারে মনে পড়ে' (শ্রাবণসংগীত : দুই)। 'কবিতায় ভালোবাসা জীবনের ভালোবাসায় তফাৎ কী/ কোনোদিন বোঝে কবি!' (কবিকে)। 'অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ফুরিয়ে গেল দিন' (পাতাল কন্যা)। 'আঁধার রাতে তোমায় ডাকি— কোথায় ওগো, তুমি কোথায়!' (বানভাসি জলে ভেসে যায় হৃদয়)। 'বাঁধিনি কবরী, রেখেছি খুলে/ একটি স্বর্ণচাঁপা প্রিয় দিয়ো চুলে' (একালের রাধা)। 'আকাশ বিদীর্ণ করে গাছমায়েরা কাঁদল' (কোরক হত্যা)। 'একটি সার্থক কবিতার জন্য আজীবন বসে থাকা!' (সদ্যজাত কবিতা)। 'পুরুষ চায় সুখের আবেশ/ ছুঁয়ে নারীর বুকের মন্দির' (পুরুষ)। এ ছাড়া আরও অজস্র উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যায়। উনিশ শতকের এদেশীয় মহিলা কবিদের মতো নিছক আবেগ-অভিমান বা পুরুষের প্রতি আনুগত্য ও প্রেম-ভালোবাসায় অস্তিত্বহীন আত্মসমর্পণ নয়, যুক্তিবিজ্ঞান-আধারিত চেতনায় প্রেম-ভালোবাসার অন্তর্লীন রিলেটিভিটি তত্ত্বকেই তুলে ধরেছেন কবি শান্তা চক্রবর্তী :

বলুন আইনস্টাইন, আপনার আপেক্ষিক তত্ত্ব কী বলে,
মাস-পার্টিকেল কেউই এক এবং অদ্বিতীয় সম্পর্কে
বাঁধা নয়, সকলেই পরিবর্তনশীল, ফিক্সড নয়
অন্তত ভালোবাসার রিলেটিভিটি তত্ত্ব সেই কথাই বলে!

(ঘর : দুই)

মানবতাবাদী তিনি, যুদ্ধ নয়, চান বিশ্বময় মানববন্ধন, বলেন :

এত যে বিশ্বযুদ্ধ হল, পারমাণবিক বোমা ফাটল
কত মানুষ মারা গেল—
এমন একটা যুদ্ধ কেন হয় না
যে-যুদ্ধের পর সব মানুষের ধর্ম এক হয়ে যায়।

(সাম্প্রতিক ভাবনা)

এভাবেই প্রেম থেকে প্রতিবাদে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে সম্প্রীতি ও মানবিক সংহতি বা সহাবস্থানের দর্শন গড়ে ওঠে কবির কবিতায়।

বস্তুত এইসব কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় এক অন্তর্মুখী নারীকবির সত্তাকে, যিনি স্বামী-সোহাগিনী, পুরুষকে ভালোবাসেন। বেদনাময় অথচ জ্বালাহীন সত্তা নিয়ে তিনি প্রকৃতির চিত্রকল্পে বেঁচে থাকার উপমা খুঁজেছেন। নারীর স্বাধিকার ঘোষণা এসেছে খুব মৃদু ভঙ্গিতে আভাসে ইঙ্গিতে, প্রচণ্ড বিদ্রোহী নারীর ভঙ্গিতে নয়। এক সচেতন আত্মসমর্পিতা অথচ আত্মনির্মাণের কথামালাই কবিতা থেকে কবিতায় বিধৃত। এখানেই কবি শান্তা চক্রবর্তী তাঁর সমসাময়িক তথাকথিত নারীবাদী কবিদের থেকে একেবারেই ভিন্ন মেরুর। স্বাভাবিকভাবেই কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থের নামকবিতাটি এক পরম স্নিগ্ধতায় সার্থক কাব্য-সমাপ্তি ঘোষণা করেছে :

> যদি বলো, কার বুকে প্রথম রেখেছি মাথা?
> —জল নয় জানে ওই ধ্রুবতারা!

অর্থাৎ জল অর্থে জীবন, আর ধ্রুবতারা অর্থে জীবনের লক্ষ্য বা গন্তব্য। উভয়ভাবে একদিকে জল অন্যদিকে ধ্রুবতারা এই দুইয়ের রূপকার্থ ও সীমাহীন নিরুত্তর ব্যঞ্জনাই কবির ব্যতিক্রমী জীবন ও কাব্যদর্শনকে চিহ্নিত করে। এখানেই কাব্যগ্রন্থটির বিশিষ্টতা।

এতক্ষণ আলোচিত *জল নয় জানে ধ্রুবতারা* কাব্যগ্রন্থের কিছু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী* কাব্যগ্রন্থে কবি শান্তা চক্রবর্তী শুধু গোলাপ মননে রক্তক্ষতচিহ্ন আঁকতে পারে এমন কিছু কণ্টকও পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়েছেন। অন্তর্জগতের পাশাপাশি বহির্জগৎও সমান্তরালভাবে কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। জীবন-অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের ফলেই এমনটি ঘটেছে। অতএব দেখি শুধু বেহুলার উপরেই লখিন্দরকে বাঁচানোর দায় বর্তায়, তাকে লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভাসতে হয় (প্রিয় বেহুলা), প্রকৃতির হাতেই পুরুষের মৃত্যুবাণ, প্রকৃতি অর্থাৎ নারী। নারীকে অবজ্ঞা করলে বড়ো হওয়া যায় না (বিশল্যকরণী), পৃথা বলে এক রমণীকে একাধিকবার দেখা গেছে বোঝা যায় সে কবিরই প্রতিকৃতি, সে তপ্ত বালুতে পুড়ছিল, সমুদ্রের মাতাল ঢেউ তাকে উত্তরণ চেনালো। কুলহারা পৃথা তখন বসে অকুলে (নুড়িপাথর)। অন্যভাবে বলা যেতে পারে পৃথা আসলে মহাভারতে বর্ণিতা কুন্তী, যদিও কবি এখানে নতুন ইন্টারপ্রিটেশন এনেছেন বাস্তবের জীবন-সম্পৃক্ততা বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে। কবিতায় আসে রবীন্দ্রনাথের 'অমল ও দইওয়ালা'-র সূত্রে অমলের অনুষঙ্গ (ডাকঘরে চিঠি আসবে)। কখনো বর্ণিত হয় একটি মেয়ের অকাল মৃত্যু, অনুমান হয় পুরুষতন্ত্রের বিষ তাকে ছুঁয়েছিল (দামিনী)। যে চলে গেছে অসময়ে সে আবার ফিরে আসবে, কবির বাসনা তার জন্য এক অপাপবিদ্ধ পৃথিবী রচনা করা (রেখে যাচ্ছি অপাপবিদ্ধ পৃথিবী)। নারী জন্মদুঃখিনী, নারীর জন্ম শুধু যন্ত্রণা সইবার জন্য, সে পাতাল প্রবেশ করেছে, বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া সেজেছে। পুরুষ মহাপুরুষ হয়েছে কিন্তু নেপথ্যের বেদনাপ্রতিমার মনোগহনের কথা কেউ জানে না (প্রতিশ্রুতি)। মনস্পর্শী প্রেমের উচ্চারণ— 'এই বৃষ্টিবেলায়

কেউ কি সমুদ্রস্নানে যায়/ এই বৃষ্টিবেলায়/ শরীরের কারুকাজ ভিজে পোশাকে বিম্বিত হলে/ কী করে আটকাবে তাকে' (বৃষ্টিবেলা)। দেখা যায় গাছ-বাঁচানোর চিত্রকল্প ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে— শিশুবৃক্ষ আগলে রাখে মা মহীরুহ (কুঠার)। বিবর্তনবাদের বিজ্ঞানচেতনার ছায়া পড়ে কবিতায়— জল ছাড়া মানুষ অস্তিত্বহীন— 'একদিন জল থেকেই উঠে এসেছিল মানব-মানবী' (জলমানব)। 'একদিন এই পৃথিবীরও জন্ম হয়েছিল জল থেকে আগুন থেকে' (অগ্নিপুরাণ)। 'ফুলের ভিতরে বসে আছে কীট'— এ উচ্চারণ মনে করিয়ে দেয় উইলিয়াম ব্লেককে— 'Rose, you are sick today'— গোলাপের ভিতর প্রবেশ করেছে কীট (ঈশ্বর-উদ্যানে)। 'যেখানেই যাই ঘরের মায়া পিছু পিছু যায়/ সন্ধ্যাপ্রদীপ, তুলসীমঞ্চ অপেক্ষায়' (মায়াসংসার)। 'উলঙ্গ শিশুর অনাহারক্লিষ্ট মুখে মা তুলে দেয়/ বৃষ্টির জল' (শ্রাবণসংগীত)। প্রেমিক অথবা জীবনস্বামী 'গ্রন্থমানব' এই অভিধা লাভ করে, সে গ্রন্থে নিমগ্ন জ্ঞানতপস্বী (গ্রন্থমানব)। বিয়ের পরও নারী প্রত্যাশাবিহীন, সে কখনো ফুলের বিছানা চায় না, কণ্টক সাজানো পথে অবিরাম হাঁটে (অঙ্গুরি-বন্ধন)।

এইভাবে দেখি কবিতার পর কবিতায় কবি বিভিন্ন ভাবমালা গেঁথেছেন। নারীর কোমল হৃদয় সব কিছুই ছুঁয়ে আছে— প্রতিটি শব্দ, অলংকার, বাক্য, ছন্দস্পন্দন। সমাপ্তি কবিতাটি নামকবিতা— এখানে স্বপ্নচেতনা ও সমাজচেতনা মাখামাখি, একাকার। কবি লিখেছেন :

পুড়ছে ঘর, পুড়ছে বাড়ি, পুড়ছে যে দেশ
এই আগুনে পুড়িয়ে নে তোর সিক্ত হৃদয়খানা!
(স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী)

'আগুননদী' এই শব্দবন্ধ হারিয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গের— এখন বাংলাদেশ— আগুনমুখা নদীকে মনে করিয়ে দেয়। এসেছে নারীর প্রতি পুরুষের অবজ্ঞার প্রতিবাদের কথাও, কবি লিখেছেন :

নারীকে অবজ্ঞা করে ভীষ্মও পায়নি পরিত্রাণ
প্রকৃতির হাতেই পুরুষের মৃত্যুবাণ!
(বিশল্যকরণী)

'সূর্যতপস্যা' কবিতায় নম্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'সমাজবিধান'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ— 'আমিও সেই মহাভারতের নারী'। জানিয়েছেন :

কখনও ধরোনি অস্ত্র,
বস্ত্র তবু কেড়েছে দুঃশাসন
... অবশেষে একদিন গৃহহীন গন্তব্যহীন একা দ্রৌপদী
হাতে তুলে নিল সুতীব্র কুঠার!
(দ্রৌপদী)

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-এর চরিত্রে নতুন বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন কবি এযুগের নারীর অবস্থান ও জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই। সরাসরি পুরুষের প্রতি বিষোদ্গার নয়, ঈষৎ তীর্যক ভঙ্গিতে পৌঁছে দিয়েছেন কবি তাঁর নারী-অন্তরের প্রেম ও প্রতিবাদের রসায়নজাত অভিঘাত। সেইসঙ্গে নারী জাতি প্রসঙ্গে এও জানিয়েছেন কবি :

> নারীর প্রকৃত রূপ পুরুষ দেখেনি, পরাবিদ্যা সে
> একবার জেগে উঠলে ব্রহ্মাণ্ড টলে যায়—
> ... মেয়েমানুষ নয়, প্রকৃত নারী হয়ে ওঠা ভীষণ জরুরি।
> (প্রকৃত নারী হয়ে ওঠো)

এভাবেই বিশ বা একুশ শতকের নারী-হৃদয়ের দ্রোহ ও মনস্তত্ত্ব সর্বোপরি পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার ভিত্তিক সম্পর্ক-যাপনের অভীপ্সা ও অভিলক্ষণ ভাষা পায় কবি শান্তা চক্রবর্তীর কবিতায়।

পাঁচ

খুব অন্তর্মুখী কবিও মানববিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কারণ, যে-মুহূর্তে তিনি কবিতা লেখেন আপন হতে বাইরে এসে দাঁড়ান। কবি শান্তা চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। অন্যদিকে কিছু কবিতা আছে যেখানে তিনি সচেতনভাবে সমাজ-সংস্কারক এবং বিদ্রোহিনী নারী। যেমন ধরা যাক, *জল নয় জানে ধ্রুবতারা* কাব্যগ্রন্থের 'এসো হাতে রাখি হাত' কবিতাটি :

> সমুদ্রে, জঙ্গলে, সীমান্তে নদীর ধারে কে বা কারা পুঁতেছে মাইন
> এ দেশ কি মানুষের নয়, সন্ত্রাসবাদী তারা কারা
> ... ...
> এ দেশ, এ মাটি তোমার আমার, এসো
> আজ মানুষের হাতে হাত রেখে রুখে দাঁড়াই শত্রুর থাবার বিরুদ্ধে!

এখানেই কবি সরাসরি তীব্র অভিঘাত-সঞ্চারী সমাজচেতনার কবিতা লিখেছেন, বহির্জগৎ ও সমসাময়িক ঘটনা তাঁর কবিতায় এসেছে। যদিও বাঙালি ও বাংলা ভাষার সেই রক্তরঞ্জিত ইতিহাস কবি শান্তার উচ্চারণে এক ভিন্নতর মাত্রা লাভ করেছে, যা তাঁর মৌলিক দৃষ্টিকোণকেই চিহ্নিত করে মূলত একুশকে 'ভাই' সম্বোধনের মধ্য দিয়েই :

> একুশ আমার ভাই, বুক পেতে দিল রাজপথে
> রাখতে মায়ের মান
> একুশ আমার ভাই, মাতৃভাষার অতন্দ্র প্রহরী একুশ
> ... ...
> একুশে ফেব্রুয়ারি
> রক্তভাসানে পিচ্ছিল আজও পথের ধূলি
> (একুশ আমার ভাই : *স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী*)

পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনে প্রাণ বলিদান দিয়েছিল বাঙালির দামাল যুবকরাই— সেই অর্থে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাই, অন্যদিকে ভারতের আসাম শিলচরের ভাষা-আন্দোলনের প্রথম, একমাত্র নারী শহিদ কমলা ভট্টাচার্যকে মনে রেখেই কবি তাঁর *স্বপ্ন খাওয়া আগুন নদী* কাব্যগ্রন্থের 'উনিশের কমলা রোদ্দুর' কবিতায় উনিশে মে-কে বোন হিসেবে দেখেছেন, লিখেছেন : 'শুধু পুরুষ পারেনি, ভাষা তো মা-ই/ পেরোতে পারি না তাকে যত দূরে যাই'। বলা বাহুল্য যে এখানে পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারিকে মূলত তাঁদের স্মরণই এই মুহূর্তে সমগ্র বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা-সংকটের প্রেক্ষিতে গভীর বিবেকী অভিঘাত সৃষ্টি করে। পাশাপাশি নারীর স্বাধিকার ঘোষণা সরাসরি পাচ্ছি এইভাবে :

> নারীর প্রকৃত রূপ পুরুষ দেখেনি, পরাবিদ্যা সে
> একবার জেগে উঠলে ব্রহ্মাণ্ড টলে যায়—
>
> (প্রকৃত নারী হয়ে ওঠো : *স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী*)

তথাপি এই কবি নারীবাদী নন, যে অর্থে কৃষ্ণা বসু বা মল্লিকা সেনগুপ্তকে কেউ কেউ নারীবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন, 'তবু কেন সে নারীবাদী হল না—' এই বলে প্রশ্ন শান্তা নিজেই তুলেছেন। আসলে 'নারীবাদী' কথাটা জনপ্রিয় হলেও একটা ভ্রান্তোক্তি বা fallacy বলেই মনে হয়। কৃষ্ণা বসু গভীর অর্থে প্রেমের কবিতাই লিখেছেন, মল্লিকা প্রেমিক কবির প্রেমিকা ঘরণী, সেই জন্য পুরুষ তার জন্য আজও লুকিয়ে অশ্রু ফেলে। কিন্তু কবি শান্তা চক্রবর্তী অবশ্যই তাঁদের থেকে একেবারেই আলাদা, যদিও তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রতিবাদ আছে, কিন্তু তা ভিন্ন স্বরের, প্রথাগত নয়, সম্পূর্ণ নিজস্বতা চিহ্নিত।

ছয়

হাতের কাছেই রয়েছে সার্ত্র-এর জীবনসঙ্গিনী Simon de Beauvoir রচিত *The Second Sex* গ্রন্থখানি। এখানে নারীর পাশাপাশি পুরুষের মূল্যও অনালোচিত নয়!

> An intelligent Woman, cultivated and independent but Who for fifteen years, had admired a husband she deemed superior, told me how, after his death she was obliged, to her dismay, to have her own convictions and behaviour; she is still trying to guess what he would have thought and decided in each situation.
>
> (The Married Woman : *The Second Sex*)

বস্তুত মূল কথা এই যে, নারী ও পুরুষ পরস্পর বিনা অসার্থক এবং জীবনপথে নারী সর্বার্থে পুরুষের যাত্রাসঙ্গিনী। শান্তা চক্রবর্তীর কবিতার বই দুটিতে এই শাশ্বত সত্য শিল্পের দর্পণে সার্থক প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

ছন্দের দিক থেকে শান্তা এক ধরনের মিশ্র ছন্দ, Vers libre বা মুক্তছন্দ আগাগোড়া ব্যবহার করেছেন। এই free vers-এ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের আদল প্রায়ই উঁকি দিয়েছে কিন্তু আগাগোড়া প্রথামাফিক ছন্দে তিনি খুব একটা কবিতা লেখেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে লক্ষ করা যাক :

লেক-এ বড় ভিড়, নিরিবিলি চাই—
যেখানে তোমাকে নিবিড় পাই
নৌকাবিলাস শুরু হবে আজ
রাধা হবে তুমি ছেড়ে সব লাজ!

(ভ্যালেন্টাইন : *জল নয় জানে ধ্রুবতারা*)

ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। মিলের ব্যবহার যা সাধারণত শান্তা করেন না। কিন্তু এই একই কবিতায় অক্ষরবৃত্তের আদল এবং শুদ্ধ গদ্য-পঙ্ক্তি আছে। 'অন্যদিকে হত্যা করো ফ্যাসিস্ট আঁধার'। (স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী) কবিতাটি মিলযুক্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের আদল।

আর একটি কথা। নিজে কবি তাই এই রমণী কবি-লেখকদের ভালোবাসেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত অনেক সময় তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন, বিশেষত *স্বপ্ন খাওয়া আগুননদী* বইটিতে।

সবশেষে কাব্যগ্রন্থ দুটির গভীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এই মুহূর্তে বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে নব্বই দশকের মহিলা কবিদের মধ্যে কবি শান্তা চক্রবর্তী অবশ্যই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন কাব্যগত মৌল স্বরসন্ধান ও অভিমুখ নির্ণয়ে, সর্বোপরি নিজস্ব কাব্যদর্শন, ভাষানির্মাণ ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত আত্মঅবস্থান তৈরির নিপুণ সাধনায়।